কালের কণ্ঠ

তারিখ 16 AUG 2017
পৃ ২ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শোক দিবসের পোস্টার ছেঁড়ায় ১১ ছাত্র আটক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিসংবলিত জাতীয় শোক দিবসের পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলের ১১ শিক্ষার্থীকে পুলিশে সোপর্দ করেছে হল প্রশাসন।

বিভিন্ন সূত্র মতে, ১৪ আগস্ট রাতে হলের বিভিন্ন দেয়ালে শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ছবিসংবলিত পোস্টার সাঁটানো হয়। রাতেই পোস্টারগুলো কে বা কারা ছিঁড়ে ফেলে। গতকাল মঙ্গলবার হলের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ১১ ছাত্রকে শনাক্ত করা হয়। এরপর তাদের আটক করে বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিমের উপস্থিতিতে পুলিশে দেওয়া হয়।

আটক শিক্ষার্থীরা হলো ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের আসিফ হোসেন, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের রিয়াজ উদ্দীন, মনোবিজ্ঞান বিভাগের আজিম উদ্দীন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাহমুদুল হাসান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মোকছেদুল আলম, এহ্সান আহমেদ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শাহিনুজ্জামান, ট্যুরিজম বিভাগের ওবাইদুল হক ভূঁইয়া, পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের মনির হোসেন, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের জি এম আরাফাত ইসলাম, দর্শন বিভাগের জি এম বায়েজিদ ইসলাম। তারা কে কোন শিক্ষাবর্ষের ছাত্র, তা জানা যায়নি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এম আমজাদ আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, শোক দিবসের পোস্টার ছেঁড়ায় কয়েকজনকে পুলিশে দিয়েছে হল প্রশাসন। হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন, 'সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ১১ জনকে ধরে পুলিশের হেফাজতে দেওয়া হয়। তাদেরকে একাডেমিক শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করব।'

শাহবাগ থানার ওসি আবুল হাসান বলেন, পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ১১ শিক্ষার্থীকে থানায় দিয়েছে। তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। তদন্ত ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পরামর্শ সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অস্ত্র উদ্ধার : এদিকে গত রবিবার দিবাগত রাতে হলের যমুনা ব্লকের ৭০০৯ নম্বর কক্ষ থেকে চারটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে হল প্রশাসন। হল সূত্রে জানা যায়, কক্ষটি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উপমানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক আরিফ শেখের। ওই কক্ষ পরিদর্শনে গিয়ে হলের আবাসিক শিক্ষকদের একটি বক্স দেখে সন্দেহ হয়। এরপর তল্লাশি করে তার মধ্যে উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো পাওয়া যায়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়িতে হস্তান্তর করেন হলের আবাসিক শিক্ষকরা।